যুগান্তর

তারিখ ... 19 JAN 2012
পৃষ্ঠা ... ২০

# নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন শিগগিরই

## শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফিটলিস্ট তৈরি

মুসতাক আহমদ

অবশেষে নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন আসছে। সরকার যে কোন সময়ে ওইসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ করবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, অনুমোদনের জন্য আবেদনকারী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবনা থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি 'ফিটলিস্ট' তৈরি করেছে। দু'একদিনের মধ্যে সেটি অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হবে। এরপরই নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ করা হবে। ওদিকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নাম উপস্থাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবনার তালিকা নিয়ে বুধবার মন্ত্রণালয়ে উচ্চপর্যায়ের বিশেষ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রুদ্ধদ্বার ওই বৈঠকে শুধু ৪ জন উপস্থিত ছিলেন। এরা হলেন— শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী) অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী, শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ও ইউজিসি সদস্য (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক ড. আতফুল হাই শিবলি। গোপনীয়তার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট শাখার যুগ্ম সচিব ও উপসচিব এমনকি অতিরিক্ত সচিবকে পর্যন্ত রাখা হয়নি। দু'দফায় প্রায় দেড়ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকটি চলে। বৈঠক সূত্র জানায়, এতে মোট ৭৩টি প্রস্তাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। প্রত্যেকটির অবস্থা, অবস্থান বা ভেন্যু, প্রতিষ্ঠার সক্ষমতা, উদ্যোক্তা কারা ইত্যাদি পর্যালোচনা শেষে প্রত্যেকটির ব্যাপারে এক একটি করে সারসংক্ষেপ তৈরি করা হয়। দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, বৈঠকে ঢাকা শহরে আর কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিগগিরই : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৩

### শিগগিরই : অনুমোদন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অনুমোদন না দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। তবে বিজিএমইএ'র আবেদনটির ক্ষেত্রে আলাদা বিবেচনা স্থান পাবে। কেননা ওই বিশ্ববিদ্যালয়টি যে ধরনের গ্রাজুয়েট তৈরি করবে, সে ধরনের জনশক্তি বর্তমানে বিদেশ থেকে ভাড়া করতে হচ্ছে। গার্মেন্টস খাতে বর্তমানে প্রায় ১৯শ' বিদেশী কাজ করছে। তাদের উচ্চহারে বেতন-ভাতা দিতে হচ্ছে। অনুমোদনের ক্ষেত্রে ঢাকার বাইরের প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যুগান্তরকে বলেন, তারা একটি তালিকা নিয়ে কাজ করছেন। সেখানে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের কোনটির কি অবস্থা ইত্যাদি মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়ার আগে তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হবে। তিনি বলেন, আলোচনা শেষে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে প্রধানমন্ত্রী একনজর দেখেই টিকচিহ্ন দিতে পারেন। তবে প্রত্যেকটির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করা হবে। 'কবে নাগাদ অনুমোদনপ্রাপ্তদের নাম প্রকাশ করা হবে'— এমন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যত শিগগির সম্ভব প্রকাশ করা হবে। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী বলেন, বর্তমান যুগে কেবল সরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব নেয়া সম্ভব নয়। বেসরকারি খাতকে এক্ষেত্রে উৎসাহিত করা যায়। কিন্তু ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠবে, এমন কোন প্রতিষ্ঠান তারা বা আওয়ামী লীগ সরকার চায় না। কেননা, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান অগ্রাধিকার মান। মানের প্রশ্নে তারা আপস করবেন না। এ কারণেই আওয়ামী লীগের বিগত সরকার আমলে ৫ বছরে মাত্র ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। এবার ৩ বছরে এখন পর্যন্ত একটিরও অনুমোদন দেয়া হয়নি। অথচ এ পর্যন্ত ৭টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এ সরকার স্থাপন করেছে। অধ্যাপক চৌধুরী বলেন, একটি ফিটলিস্ট নিয়ে তারা কাজ করছেন। সেখানে প্রত্যেক প্রস্তাবনার ওপর আলোচনা শেষে আলাদা মন্তব্য তৈরি করা হয়েছে। এখন তা প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনার জন্য পেশ করা হবে। পরে মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবে। সূত্র জানায়, গত বছর ১৮ জুলাই নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হওয়ার পর সরকার নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। সে অনুযায়ী প্রকল্প প্রস্তাবনা (পিপি) আহ্বান করা হয়। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এ পর্যন্ত মোট ৯৩টি আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে ৭৫টির পরিদর্শন শেষ হয়েছে। ওই ৭৫টির মধ্যে ২টি সম্পর্কে চরম নেতিবাচক মন্তব্য এসেছে। এমনকি সেগুলো ইউজিসি সরেজমিন পরিদর্শন পর্যন্ত করেনি। বাকি ৭৩টি নিয়েই কাজ করে। সূত্র আরও জানায়, ইউজিসি পরিদর্শনকালে প্রস্তাবনার বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ২৫ হাজার বর্গফুটের ভবন, ভৌত অবকাঠামো সুবিধা, ভাড়া করা ভবন ব্যবহারে মালিকের অনুমতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ (গার্মেন্টস বা মার্কেট কিনা), স্থায়ী ক্যাম্পাস ও জমি, স্থায়ী ক্যাম্পাস ও জমি, প্রবেশ অর্থাৎ ক্যাম্পাসের পথ সম্পৃক্ততা— এ ৭টি শর্তের (বিষয়ের) ওপর জোর দেয়া হয় এবং নম্বর প্রদান করে। সূত্র আরও জানায়, উদ্যোক্তারা প্রভাবশালী হওয়ায় প্রতিবেদন প্রণয়নে তদন্ত দলের সদস্যদের ব্যাপক হিমশিম খেতে হয়। যে কারণে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্ত পূরণ করা হয়নি, তাদের মধ্যে বেশকিছু ব্যাপারে শর্ত পূরণ সাপেক্ষে অনুমোদন দেয়া যায় মন্তব্য করেছে ইউজিসি। বৈঠকে উপস্থিত ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক ড. আতফুল হাই শিবলি বলেন, বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কোন নাম নির্বাচন করা হয়নি। পিপিগুলো নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য রীতিমতো আবেদনের হিড়িক পড়েছে। চাঁদাবাজ ও বাহারি নামের মোট যে ৯৩টি আবেদন জমা পড়েছে, তার বেশিরভাগের আবেদনকারী হলেন প্রভাবশালী এমপি, সরকারদলীয় ও মহাজোটের শরিক নেতা, ব্যবসায়ী, সাবেক আমলা, সরকারপন্থী শিক্ষক নেতা, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি, এনজিও ব্যবসায়ী প্রমুখ। আবেদনকারীদের মধ্যে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, প্রধানমন্ত্রীর নিকটাত্মীয় এবং শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠন রয়েছে। এসব আবেদনের পেছনে বিভিন্ন মন্ত্রীর এমনকি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একাধিক মন্ত্রীর সুপারিশ রয়েছে। কেউ কেউ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখাও করেছেন কৃপাদৃষ্টি পেতে। এর বাইরে আবেদনকারীদের মধ্যে সুফি মতাবলম্বী, বীমা-এনজিও ব্যবসায়ী, অদল বেপারীও রয়েছে। অন্যদিকে ঢাকা শহরে বর্তমানে ৪২টি বেসরকারি এবং ৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। ফলে ঢাকা দিন দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নগরীতে পরিণত হওয়ার দিকে যাচ্ছে। এছাড়া ঢাকায় যানজট, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সময়ে-অসময়ে তুচ্ছ কারণে ছাত্র অসন্তোষ এবং এর জের ধরে সড়ক অবরোধ ও ভাঙচুরসহ জ্বালাও-পোড়াওয়ের ঘটনা বাড়ছে। এসব কারণে রাজধানীতে আর কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি না দেয়ার ব্যাপারে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, প্রভাবশালী ওইসব ব্যক্তিবর্গকে সরকার কিভাবে নিষেধ করবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'গোল্ডেন ভিলেজে' এখন চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতা হয় বিশ্বব্যাপী। নেতৃস্থানীয় পদে তাই চাকরি পেতে এখন দক্ষতা, যোগ্যতা আর মানের বিকল্প নেই। তাই তারা এমন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেবে না, যে বা যারা সনদ ব্যবসা করবে। বিপরীত দিকে নিজে চলার জন্য শিক্ষক 'হায়ার' করার নামে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটাবে। কেননা এমন অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ঠিকমতো ক্লাস না নিয়ে বেশি টাকার লোভে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিয়ে বেড়াচ্ছেন। তারা তেমন সুযোগ দিতে আগ্রহী নন। এতে সার্বিকভাবে দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অননুমোদিত গ্রন্থে কার্যক্রম ৪টিসহ দেশে বর্তমানে ৫৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সর্বশেষ ২০০৬ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়। ওই বছর ইস্ট ডেল্টা ও আশা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে উচ্চশিক্ষার নামে সনদ বাণিজ্যের জোরালো অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার নতুন করে তা স্থাপনের অনুমোদন বন্ধ করে দেয়।